ব্যাংক ফান্ড
Bank Fund

ইউনিট ৭

ভূমিকা

আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবসায়ে তহবিলের সুষ্ঠু বিনিয়োগের উপরই ব্যাংকের সার্বিক সাফল্য নির্ভর করে। ব্যাংক তার প্রয়োজনীয় তহবিল অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উৎস থেকে সংগ্রহ করে থাকে। সংগৃহীত তহবিল থেকে ব্যাংক অন্যকে ঋণদান করে। ঋণদানের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার জন্য তাকে জামানতও রাখতে হয়। তহবিল সংগ্রহ ও এর ব্যবহার যত বেশি সুষ্ঠু হবে, ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা তত বেশি ভালো হবে।

এ ইউনিটে আপনি ব্যাংক তহবিল ও এর উৎস; ব্যাংক ঋণ, ঋণের গুরুত্ব ও এর বিবেচ্য বিষয়; ব্যাংক ঋণের শ্রেণিবিভাগ এবং ঋণ জামানত, জামানতের প্রয়োজনীয়তা, জামানতের প্রকারভেদ ও বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন। তাহলে আসুন, আমরা এ ইউনিটটি শেষ করি এবং এ বিষয়গুলো বিস্তারিত জেনে নিই।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৭.১ : ব্যাংক ফান্ডের ধারণা, গুরুত্ব ও বিবেচ্য বিষয়
পাঠ-৭.২ : বিভিন্ন ধরনের ফান্ড
পাঠ-৭.৩ : ঋণের জামানত
পাঠ-৭.৪ : ঋণ বিশ্লেষণ

মুখ্য শব্দমালা	ব্যাংক ফান্ড, ঋণ, জামানত ।

পাঠ-৭.১ ব্যাংক ফান্ডের ধারণা, গুরুত্ব ও বিবেচ্য বিষয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংক ফান্ডের ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যাংক ফান্ডের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যাংক ফান্ডের বিবেচ্য বিষয়সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

ব্যাংক ফান্ডের ধারণা

ব্যাংক ফান্ড বা ব্যাংকারের তহবিল কি

ব্যাংকারের তহবিল হলো ব্যাংকের নিকট সংগৃহীত ও রক্ষিত নগদ অর্থের সমষ্টি। এ অর্থ ব্যাংক সবসময় নিজের কাছেই রেখে দেয় না। দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিশেষ পরিমাণ অর্থ রেখে বাকি অর্থ বিভিন্ন লাভজনক খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করাই হলো ব্যাংকের মূল কাজ। অত্যন্ত সুচিন্তিত উপায়ে ব্যাংক তহবিল গঠন করে এবং সুপরিকল্পিত পন্থায় সে তহবিল ব্যবহারও করে।

এক কথায়, ব্যাংক স্বীয় ব্যবসায়ের প্রয়োজনে যে তহবিল সংগ্রহ ও গঠন করে তাকে 'ব্যাংক তহবিল' (bank fund) বলে। আপনি জানেন, ব্যাংক অর্থ ও ঋণের ব্যবসায়ী। ঋণ ও অর্থের ব্যবসায় সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য তাকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উৎস থেকে অর্থ ও তহবিল সংগ্রহ করতে হয়। সংগৃহীত তহবিল বিনিয়োগ করে অর্থ উপার্জনই তার কাজ। তাই ব্যাংক বর্ধিত বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উৎস থেকে যে সকল অর্থ ও তহবিল সংগ্রহ ও গঠন করে, তাকেই বলা হয় ব্যাংক তহবিল।

ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ তহবিলের মধ্যে রয়েছে শেয়ার মূলধনের অর্থ এবং অর্জিত মূনাফার অ-বণ্টিত অর্থের সমন্বয়ে গঠিত রিজার্ভ তহবিল। বাহ্যিক তহবিলের মধ্যে রয়েছে চলতি, স্থায়ী ও সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে সঞ্চিত আমানত এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, ব্যাংক নিজের শেয়ার বিক্রি করে, রিজার্ভ সঞ্চয় করে, বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে আমানত গ্রহণ করে এবং কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে যে তহবিল সংগ্রহ ও গঠন করে, তাকে ব্যাংক তহবিল বলে।

ব্যাংক তহবিলের উৎস (Sources of Bank Funds)

অর্থ ও ঋণের ব্যবসায় পরিচালনার জন্য ব্যাংক দু'ভাবে তহবিল সংগ্রহ করতে পারে। নিম্নে ব্যাংক তহবিলের উৎসগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলোঃ

ক) অভ্যন্তরীণ উৎস (Internal Sources)

১. **পরিশোধিত মূলধন (Paid-up Capital) ঃ** ব্যাংক নিজস্ব শেয়ার বিক্রয় করে যে মূলধন সংগ্রহ করে, তাকে পরিশোধিত মূলধন বলে। অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে শেয়ার বিক্রি বাবদ গৃহীত অর্থই প্রথম এবং প্রধান উৎস।

২. **সঞ্চিতি তহবিল (Reserve funds) ঃ** ব্যাংক অর্জিত মুনাফার পুরোটা শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বন্টন না করে একটি অংশ জমা করে যে তহবিল গড়ে তোলে, তাকে সঞ্চিতি তহবিল বলে। সঞ্চিতি তহবিল তিন ধরনের–

   ক) **বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি (Statutory reserve) ঃ** ব্যাংকিং কোম্পানী আইন অনুযায়ী ব্যাংকগুলো লাভের ২০% নিয়ে যে তহবিল গঠন করে তাকে বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি বলে। এরূপ সঞ্চিতি তহবিল গঠন করা তফসিলী ব্যাংকের জন্য বাধ্যতামূলক।

খ) **সাধারণ সঞ্চিতি (General Reserve) ঃ** বিধিবদ্ধ সঞ্চিতির বাইরে ব্যাংক যখন অর্জিত মুনাফার আরো একটি অংশ কেটে তহবিল গড়ে তোলে, তাকে সাধারণ সঞ্চিতি বলে।

গ) **অন্যান্য সঞ্চিতি (Other reserves) ঃ** এর মধ্যে রয়েছে লভ্যাংশ সমতাকরণ তহবিল, অদাবিকৃত লভ্যাংশ, শেয়ার প্রিমিয়াম তহবিল ইত্যাদি।

খ) ব্যাংক তহবিলের বাহ্যিক উৎস (External Sources of Bank Fund)ঃ ব্যাংক অর্থ ও ঋণের ব্যবসায় করে। তাই অর্থের ধারক হিসেবে তার তহবিলের একটি বিরাট অংশ বাইরে থেকে সংগ্রহের চেষ্টা করে। বাহ্যিক উৎসকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

১. **আমানত তহবিল (Deposit Fund)ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো জনসাধারণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আমানত হিসাবে যে অর্থ সংগ্রহ করে, তাকে আমানত তহবিল বলা হয়। সঞ্চয়ী, চলতি এবং স্থায়ী হিসাবের মাধ্যমে আমানত তহবিল সংগ্রহ করা যায়।

২. **কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ (Loan from Central Bank)ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো প্রয়োজন মনে করলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করে তার প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করতে পারে।

৩. **মুদ্রাবাজার থেকে ঋণ (Loan from Money Market)ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক জরুরী প্রয়োজনে মুদ্রা বাজারে অন্য ব্যাংক ও অর্থসংস্থানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে তহবিল গঠন করতে পারে।

ব্যাংক ঋণ (Bank Loan / advance / credit) ঃ

ব্যাংক সংগৃহীত অর্থ হতে বিধিবদ্ধ তারল্য রেখে দিয়ে বাকী অংশ থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে। কখনো কখনো ব্যাংক ঋণ প্রদান ছাড়া কিছু অর্থ বিনিয়োগও করে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নগদ ঋণ ছাড়াও প্রত্যয়পত্র, ভ্রমণকারীর চেক, ক্রেডিট কার্ড, ভ্রাম্যমান নোট, ডি.ডি., টি.টি. ইত্যাদি প্রদানের মাধ্যমে এবং বিনিময় বিল ও হুন্ডি ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিয়ে থাকে।

প্রফেসর হ্যানসন এর মতে, "ব্যাংক যখন জমাতিরিক্ত ঋণ হিসেবে বা ঋণ হিসাবের মাধ্যমে একজন গ্রাহককে ঋণ বরাদ্দ করে তখন তাকে ব্যাংক ঋণ বলে" ("When a bank makes an advance to a customer whether by over-draft or loan accounts is called bank credit").

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে জনগণের অর্থ সংগ্রহ করে তার কাম্য ব্যবহার করে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে নগদ এবং দলিলের মাধ্যমে ঋণ প্রদানকেই ব্যাংক ঋণ বলা হয়।

ঋণ মঞ্জুরের বিবেচ্য বিষয়সমূহ (Factors Influencing Bank Loan)

ব্যাংক তার মুনাফা সর্বোচ্চ করার জন্য সংগৃহীত আমানত থেকে ঋণদান করে থাকে। আর এ ঋণ মঞ্জুরের সময় নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয়:

১. **তারল্য ঃ** ঋণ মঞ্জুরের সময় বাণিজ্যিক ব্যাংককে প্রথমেই বিবেচনা করতে হয় তার তারল্য নীতি। অর্থাৎ ঋণ মঞ্জুরের সময় এমন পরিমাণ তহবিল ব্যাংকে রাখতে হবে যাতে আমানতকারীর অর্থ চাহিদা মোতাবেক ফেরত দেওয়া যায়।

২. **নিরাপত্তা ঃ** ঋণ মঞ্জুরের সময় ব্যাংককে তার নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করতে হয়। ঋণ প্রদানের সময় ব্যাংক জামানত গ্রহণ করে। ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক জামানত বিক্রি করে ঋণের টাকা আদায় করে।

৩. **মুনাফার সম্ভাবনা ঃ** প্রদত্ত ঋণ থেকে কি পরিমাণ মুনাফা আসবে তা প্রত্যাশার আলোকে বিশ্লেষণ করতে হয়। বিনিয়োগকৃত খাতটি লাভজনক কিনা তা বিবেচনা করতে হবে।

৪. **ঋণগ্রহীতার চরিত্র ঃ** ঋণ প্রদানের সময় ব্যাংককে ঋণ গ্রহীতার সততা, ব্যক্তিগত অভ্যাস, নৈতিক চরিত্র, পুলিশ রেকর্ড, সামাজিক সুনাম, ঋণ ব্যবহার ও ফেরতের যোগ্যতা ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়।

৫. **ঋণের উদ্দেশ্য ঃ** ঋণগ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে তা ভালোভাবে যাচাই করতে হবে। উৎপাদন খাতে ঋণদান করা হলে তা ফেরৎ পাবার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

৬. **ঋণ ব্যবহারের ক্ষমতা ঃ** গৃহীত ঋণের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের সামর্থ্য, যোগ্যতা এবং ক্ষমতা ঋণ গ্রহীতার রয়েছে কিনা তা সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হবে।

৭. **জামানতের প্রকৃতি ঃ** ঋণের বিপরীতে যে জামানত নেওয়া হয় তার প্রকৃতি ও গুণাগুণ পরীক্ষা ও যাচাই করতে দেখতে হবে। জামানত এমন প্রকৃতির হবে ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে যাতে দ্রুত তা বিক্রি করে ঋণের টাকা আদায় করা যায়।

৮. **জাতীয় স্বার্থ ঃ** ঋণদানের সময় ব্যাংকগুলোকে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী কোন কর্মকাণ্ডে ঋণ দেওয়া যাবে না।

৯. **ঋণগ্রহীতার আর্থিক অবস্থা ঃ** ঋণগ্রহীতার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না কি অসচ্ছল তা বিবেচনায় রাখতে হবে। আর্থিকভাবে অসচ্ছল ঋণগ্রহীতা নির্বাচন করা হলে, ঋণ ফেরৎ পাওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

১০. **ঋণ গ্রহীতার ব্যবসায়িক দক্ষতা ঃ** ঋণগ্রহীতা যদি ব্যবসায়ী হয় তবে ব্যবসায়িক দক্ষতা বিবেচনা করতে হবে। অদক্ষ ব্যবসায়ীকে ঋণদানের চেয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীকে ঋণদান সবদিক থেকে অনেক উত্তম।

১১. **কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ অনুসরণ ঃ** ঋণদানের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ ও গাইডলাইন মেনে চলতে হবে।

উল্লিখিত বিষয়াদি সঠিকভাবে বিচার-বিবেচনা করে ঋণগ্রহীতা নির্বাচিত করার পর ঋণদান করা হলে ঋণের সদ্ব্যবহার হবে এবং তা সময় শেষে ফেরৎ পাওয়া যাবে। যার ফলে ব্যাংকের লাভ ও মুনাফার পরিমাণ সর্বোচ্চ হবে। উল্লেখ্য যে, ব্যাংক যখন তহবিল সংগ্রহ করে তখন সুদ হিসেবে খরচও করতে হয়। আবার এ তহবিলের ব্যবহার করে তাকে আয় করতে হয়। তাই তহবিলের ব্যবহার যথাযথ না হলে ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ব্যাংক তহবিল কী খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপঃ

ব্যাংক স্বীয় ব্যবসায়ের প্রয়োজনে যে তহবিল সংগ্রহ ও গঠন করে তাকে ‘ব্যাংক তহবিল’ বলে। ব্যাংক সংগৃহীত অর্থ হতে বিধিবদ্ধ তারল্য রেখে দিয়ে বাকী অংশ থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে। কখনো কখনো ব্যাংক ঋণ প্রদান ছাড়া কিছু অর্থ বিনিয়োগও করে থাকে। ব্যাংক যখন তহবিল সংগ্রহ করে তখন সুদ হিসেবে খরচও করতে হয়। আবার এ তহবিলের ব্যবহার করে তাকে আয় করতে হয়। তাই তহবিলের ব্যবহার যথাযথ না হলে ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ব্যাংক তহবিলের প্রধান উৎস কয়টি?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

২. ব্যাংকের তহবিলের মূখ্য উৎস কোনটি?
ক. পরিশোধিত মূলধন খ. সারাধন সঞ্চিতি
গ. আমানত ঘ. কেন্দ্রীয় ব্যাক থেকে ঋণ

৩. নিচের কোনটি ব্যাংকের নিজস্ব তহবিলের উৎস নয়?
ক. শেয়ার মূলধন খ. সাধারণ সঞ্চিতি
গ. আমানত ঘ. বিধিবদ্ধ রিজার্ভ

৪. কে প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে?
ক. আমদানি কারক খ. রপ্তানিকারক
গ. ব্যাংক ঘ. প্রতিনিধি

৫. ব্যাংক শেয়ার বিক্রয় করে সে মূলধন সংগ্রহ করে তাকে কি বলে?
ক. সাধারণ রিজার্ভ খ. বিধিবদ্ধ বিজার্ভ
গ. পরিশোধিত মূলধন ঘ. ঋণকৃত তহবিল।

৬. ব্যাংকের শেয়ার মূলধনের সমান না হওয়াপর্যন্ত অর্জিত মুনাফার কত শতাংশ দিয়ে বিধিবদ্ধ রিজার্ভ তৈরি করতে হয়?
ক. ৫% খ. ১০%
গ. ১৫% ঘ. ২০%

৭. অন্যান্য সঞ্চিতি তহবিলের আওতাভুক্ত-
i. অদাবিকৃত লভ্যাংশ
ii. শেয়ার প্রিমিয়াম ফান্ড
iii. গুপ্ত তহবিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৮. ধার ও নগদ ঋণের মধ্যে মিলের ক্ষেত্রগুলো হলো–
i. উভয়ই ব্যাংকের আগামের অন্তর্ভুক্ত
ii. উভয় ক্ষেত্রেই জামানতের প্রয়োজন পড়ে
iii. উভয়ই বাণিজ্যিক ঋণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৭.২ ব্যাংকের বিভিন্ন ধরনের ফান্ড এর ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংকের বিভিন্ন ধরনের ফান্ড বর্ণনা করতে পারবেন।

ব্যাংকের বিভিন্ন ধরনের ফান্ড

ব্যাংক বিভিন্নভাবে তার তহবিল সংগ্রহ ও গঠন করে। এ তহবিল থেকে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ঋণদান করে। ব্যাংকের বিভিন্ন ধরনের তহবিলের বিবরণ দেওয়া হল :

ক) তহবিল থেকে ঋণঃ ব্যাংক শেয়ার বিক্রি করে, রিজার্ভ গঠন করে এবং সংগৃহীত আমানত থেকে যে সকল ঋণ প্রদান করে তাকে তহবিল থেকে ঋণ বলা হয়। নিচে এগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো :

১. ঋণ বা ধার (Loan) ঃ

ব্যাংক তহবিলের একটি অংশ ঋণ বা ধার হিসাবে খাটায়। ব্যাংক কোন গ্রাহককে যখন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এবং নির্দিষ্ট হার সুদে প্রদান করে তাকে সাধারণ ঋণ বলা হয়।

এইচ.এল. বেদী এবং তাঁর সহযোগীদের ভাষায়, "যখন কোন ব্যাংকার অগ্রিম অর্থ মঞ্জুর করে, যা ঋণ গ্রহীতা একবারে উত্তোলন করে এবং এককালীন বা পূর্বনির্ধারিত কিস্তিতে পরিশোধ করে তাকেই বলা হয় ঋণ।"

অধ্যাপক ভার্শনী বলেন, "ধার ব্যবস্থার অধীনে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ দেয়া হয়। স্বাভাবিকভাবে এই ঋণগুলো কিস্তিতে ফেরৎযোগ্য। সাধারণত ঋণ হিসাবের মাধ্যমে এই ঋণ দেয়া হয়। ঋণের মেয়াদ যতো বেশি হয়, পরিশোধের কিস্তি ততো বেশি হয়। এ কারণে সাধারণ ঋণে সুদের পরিমাণ বেশি হয়ে থাকে। তাই এই খাতে ব্যাংকের প্রচুর আয় হয়।"

সাধারণ ঋণকে সময়ের ভিত্তিতে তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

ক) স্বল্প মেয়াদী ঋণ ঃ ৬ মাস থেকে ১ বৎসর সময়ের জন্য।

খ) মধ্যম মেয়াদী ঋণ ঃ ১ বৎসর থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ৫ বৎসরের জন্য।

গ) দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ ঃ ৫ বৎসরের উর্ধ্ব সময়ের জন্য।

সাধারণ ঋণের সুবিধাসমূহঃ

সাধারণ ঋণের অনেক সুবিধা রয়েছে। লোন হিসাব খুলে এবং প্রয়োজনের আলোকে স্বল্প, মধ্যম বা দীর্ঘ মেয়াদে এই ঋণ দেয়া যায়। ঋণগ্রহীতা ঋণের সকল টাকা একই সাথে উঠিয়ে নিতে পারে, আবার প্রয়োজন মনে করলে মাঝে-মাঝে উঠাতে পারে। সাধারণ ঋণের টাকা ভবিষ্যতে কখন কোন্ কিস্তিতে কতো টাকা পরিশোধ করতে হবে ইত্যাদি পূর্ব-নির্ধারিত থাকে। ফলে কিস্তি পরিশোধে ঋণ গ্রহীতার সমস্যা হয় না। এরূপ ঋণের সমুদয় টাকার উপর সুদ চার্জ করা হয় বলে ব্যাংকের আয় বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে পরিচালনা সহজ ও ব্যয় কম হয় এবং সাধারণ ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়কে জামানত হিসাবে রাখা হয় তা বিক্রি করে ঋণের টাকা আয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংককে কখনো কোন চিন্তা করতে হয় না।

২. নগদ ঋণ (Cash Credit)

এটি সি.সি লোন হিসেবে পরিচিত। এ ঋণের জন্য ব্যাংক জামানত নিয়ে গ্রাহকের জন্য একটি উত্তোলন সীমা নির্ধারণ করে দেয়। গ্রাহক যতবার খুশী এ হিসাব থেকে টাকা তুলতে পারে এবং জমা দিতে পারে। প্রতিদিনের ব্যালেন্সের উপর দৈনন্দিন ভিত্তিতে (daily basis) সুদ চার্জ করা হয়।

এ ঋণ চলতি মূলধনের চাহিদা মেটানোর জন্য দেয়া হয়। এটি দু'ধরনেরঃ প্রথম প্রকার হলো CC Pledge - এক্ষেত্রে ব্যাংক ব্যবসায়ীর ক্রয়কৃত মালকেই তার গোডাউনে জামানত হিসেবে রাখে। পরে গ্রাহক তার প্রয়োজন মত মালের অর্থ পরিশোধ করে মাল ছাড়িয়ে নেয়। অন্য প্রকার হলো CC Hypothecation -এর ক্ষেত্রে ঋণের অর্থে ক্রয়কৃত মাল গ্রাহকের দোকান বা গোডাউনে রাখার অধিকার দেয়া হয়। দোকান বা গোডাউনের স্টক কখনো ঋণকৃত অর্থমূল্যের কম রাখা যাবে না। এ মালের মালিকানা ব্যাংকের থাকে কিন্তু তত্ত্বাবধান করে গ্রাহক। গ্রাহক কিস্তিতে বা মাঝে মাঝে মূল ঋণের অংশ ও সুদ পরিশোধ করতে থাকে।

নগদ ঋণের মাধ্যমে বরাদ্দ পাওয়া টাকার যে অংশ মক্কেল উত্তোলন করবে সেই অংশেরই সুদ দিতে হবে। সাধারণ ঋণের ন্যায় সমুদয় টাকার উপর সুদ দিতে হবে না। অপর দিকে ঋণগ্রহীতা একসাথে বা কিস্তিতে ঋণের টাকা পরিশোধ করে দিতে পারে।

৩. জমাতিরিক্ত ঋণ (Bank Overdraft)

ধরুন, ব্যাংকে আপনার একটি হিসাব আছে। সেখান থেকে টাকা তোলার জন্য আপনার একজন গ্রাহকে একটি চেক দিলেন। কিন্তু পর্যাপ্ত টাকা হিসাবে নেই। ব্যাংকের সাথে আপনার সম্পর্ক ভালো হলে ব্যাংক চেকের টাকা দিয়ে দিবে। যে পরিমাণ টাকা দিয়ে দেয়া হলো তা অতিরিক্ত টাকা হিসেবে গণ্য হবে। এটাই মূলত: জমাতিরিক্ত ঋণ। চলতি হিসাবের মালিকদেরকে জমাতিরিক্ত ঋণের সুবিধা দেয়া হয়। যখন কোন ব্যাংক চলতি হিসাবের মালিকদেরকে জরুরি অর্থের প্রয়োজনে উক্ত হিসাবে জমাতিরিক্ত অর্থ উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করে, তখন 'জমার অতিরিক্ত টাকা উত্তোলনের সুবিধা'কে জমাতিরিক্ত ঋণ বলা হয়। ব্যাংক যখন কোন মক্কেলের আর্থিক সচ্ছলতা সম্পর্কে, লেনদেন সম্পর্কে, পর্যাপ্ত জামানত সম্পর্কে সন্তুষ্ট হয়, তখনই তাকে জমাতিরিক্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করে।

জমাতিরিক্ত ঋণ এক চেকে একবারে বা অল্প অল্প করে উত্তোলন করা যায়। এ ঋণের জামানত হিসেবে, শেয়ার, স্বর্ণ, সঞ্চয়পত্র, পণ্য খালাসের অর্ডার ইত্যাদি জমা নেওয়া হয়।

এক্ষেত্রে অনুমোদিত জমাতিরিক্ত ঋণ সুবিধার মাধ্যমে যে পরিমাণ টাকা উত্তোলন করা হবে শুধু সেই পরিমাণের উপর সুদ দিলেই চলে। সম্পূর্ণ অনুমোদিত টাকার উপর সুদ দিতে হবে না।

৪. চাহিবামাত্র পরিশোধ্য ঋণ (Credit Repayable on Demand)

ব্যাংক মক্কেলদের স্বল্পকালীন মেয়াদে 'যখন টাকা/ঋণ ফেরৎ চাইবে, তখন চাওয়ামাত্রই তা ব্যাংককে প্রদান করতে হবে', এমন শর্ত দিয়ে ঋণ প্রদান করতে পারে। এ ঋণের ফলে গ্রাহক একদিকে তার জরুরী অর্থ সংকট কাটিয়ে উঠতে পারে, অপর দিকে ব্যাংক এ ঋণ দিয়ে কিছু সুদ পেয়ে থাকে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তারল্যও নিশ্চিত করতে পারে। চাহিবামাত্রই পরিশোধ্য বলে এতে সুদের হার কম।

৫. স্বল্পকালীন নোটিশে পরিশোধ্য ঋণ (Creadit Repayable with Short-Notice)

ব্যাংক যখন গ্রাহকদের স্বল্প সময়ের নোটিশে ফেরৎ দেয়ার শর্তে স্বল্প সুদে ঋণদান করে, তখন তাকে স্বল্পকালীন নোটিশে পরিশোধ্য ঋণ বলে। ব্যাংকের তারল্য নিশ্চিত করার জন্য এ ধরনের ঋণ দেওয়া হয়।

৬. বিনিময় বিল বাট্টাকরণের মাধ্যমে ঋণ (Credit through Discounting Bills)

ব্যাংকগুলো অনেক সময় বিনিময় বিল বাট্টাকরণের মাধ্যমে তহবিলের একটি অংশ ঋণ প্রদান করে। নির্দিষ্ট হারে বাট্টায় বিনিময় বিল ভাংগিয়ে দিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক নিয়মিত প্রচুর পরিমাণে বাট্টা সুবিধা পেয়ে থাকে। আমাদের দেশে তৈরী পোশাক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত এ ধরনের ঋণ বেশি নিয়ে থাকে।

৭. শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় (Purchasing Shares and Securities)

অনেক সময় ব্যাংক তার তহবিল সরকারি ও বেসরকারি কোম্পানির শেয়ার, ঋণপত্র, সিকিউরিটি ইত্যাদি ক্রয়ের মাধ্যমে পুঁজি বাজারে বিনিয়োগ করে।

খ) দলিলী ঋণ (Documentary Credit)

ব্যাংক সাধারণত ঋণের দলিল এবং ঋণপত্রের মাধ্যমে যে সকল ঋণ প্রদান করে, তাকে দলিলী ঋণ বলা হয়। দলিলী ঋণ কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে। নিচে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

১. বাণিজ্যিক ঋণ (Commercial Credit) ঃ বাণিজ্যিক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ঋণপত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রত্যয়পত্র, ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র, পে-অর্ডার এবং ব্যাংক গ্যারান্টি হলো বিভিন্ন প্রকার বানিজ্যিক ঋণের উদাহরণ।

ক) প্রত্যয়পত্র (Letter of Credit) ঃ প্রত্যয়পত্র ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঋণ-দলিল। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে এটি ব্যবহৃত হয়। এটি ইস্যু করে ব্যাংক প্রতিশ্রুতি প্রদান করে যে, পণ্যের আমদানিকারক রপ্তানিকারকের ইস্যুকৃত বিলের স্বীকৃতি প্রদান না করলে বা মূল্য পরিশোধ না করলে ব্যাংক নিজেই বিলের স্বীকৃতি দেবে এবং মূল্য পরিশোধ করবে।

এ. আর. খানের মতে, "যে পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক তার আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারককে রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা দেয় এবং আমদানিকারকের অপারগতায় নিজে পরিশোধ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয় তাকে প্রত্যয়পত্র বলে।"

খ) ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র (Bank Draft)ঃ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে পারস্পরিক দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিতে ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। যে দলিলের মাধ্যমে এক ব্যাংক থেকে অন্য ব্যাংকে স্বল্প খরচে ও স্বল্প সময়ে যে কোন পরিমাণ অর্থ প্রেরণ করা যায়, তাকে ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র বলা হয়। এজন্য নির্ধারিত একটি ফরম পূরণ করতে হয় এবং ব্যাংকে প্রেরণযোগ্য টাকার সাথে নির্ধারিত কমিশন জমা দিতে হয়। অতঃপর ব্যাংক এ দলিল তৈরি করে কোন শাখার প্রতি নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করে। দলিলটি গ্রাহককে হস্তান্তর করে এবং সে তা পাওনাদারের নিকট প্রেরণ করে। পাওনাদার আর্দিষ্ট ব্যাংক বা তার প্রতিনিধির নিকট ড্রাফট জমা দিয়ে নির্দিষ্ট টাকা সংগ্রহ করে।

গ) পে-অর্ডার (Pay-order)ঃ একই নিকাশ ঘরভুক্ত এলাকায় নিরাপদে টাকা আদান-প্রদানের জন্য ব্যাংক নির্দিষ্ট ফি-এর বিনিময়ে যে ঋণের দলিল ইস্যু করে, তাকে পে-অর্ডার বলা হয়। ব্যাংক আজ্ঞাপত্রের বদলে পে-অর্ডারও ইস্যু করতে পারে। আজ্ঞাপত্র এবং পে-অর্ডার উভয়ই পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ঘ) ব্যাংক গ্যারান্টি (Bank Guarantee)ঃ ব্যাংকের কোন গ্রাহক ৩য় পক্ষের কোন অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধে ব্যর্থ হলে নিজেই পরিশোধের নিশ্চয়তা যে দলিলের মাধ্যমে প্রদান করে, তাকে ব্যাংক নিশ্চয়তা বলে। বৈদেশিক বাণিজ্যে এটি বেশি ব্যবহৃত হয়। আমদানিকারক বিলের অর্থ পরিশোধ করলে ব্যাংকের কোন দায়িত্ব থাকে না। যদি সে বিল পরিশোধ না করে তবে ব্যাংক তা পরিশোধ করে দেয়।

২. অবাণিজ্যিক ঋণ (Non-Commercial Credit)

অ-বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ব্যাংক যে সকল ঋণের দলিল ইস্যু করে তাকে অ-বাণিজ্যিক ঋণ দলিল বলা হয়। ব্যাংক সাধারণভাবে ভ্রমণকারীদের সুবিধার্থে এই ঋণ দলিল প্রদান করে থাকে। অ-বাণিজ্যিক ঋণ দলিলকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

i) ভ্রমণকারীর চেক (Traveller's Cheque)ঃ দেশ-বিদেশে ভ্রমণকারীদের সুবিধার্থে ব্যাংক এ জাতীয় চেক ইস্যু করে থাকে। ভ্রমণকারীর চেক মাধ্যমে এমন এক প্রকার ঋণ-দলিল যার মাধ্যমে ব্যাংক দলিলে উল্লিখিত ব্যক্তি বা প্রাপককে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রদানের জন্য ব্যাংকের অপর কোন শাখা বা প্রতিনিধিকে শর্তহীন নির্দেশ প্রদান করে।

(ii) ভ্রাম্যমান নোট (Circular note)

ভ্রমণকারীদের প্রদত্ত যে ঋণপত্র ইস্যুকারী ব্যাংকের বিদেশের শাখা থেকে ভাংগানো যায়, তাকে ভ্রাম্যমান নোট বলা হয়। ভ্রমণকারীরা নিরাপদে এ নোট নিয়ে বিদেশ ভ্রমণ করতে পারে এবং যখন দরকার হয় তখনই ভাংগিয়ে নিতে পারে। ভ্রাম্যমান নোট এক সাথে অনেকগুলো থাকে। প্রতিটিতে টাকার পরিমাণ উল্লেখসহ বিদেশের শাখা বা প্রতিনিধিকে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে টাকা প্রদানের শর্তহীন নির্দেশ থাকে। নোটের সাথে একটি প্রদর্শনপত্র থাকে। প্রদর্শনপত্রে ক্রমিক নম্বরসহ নোটের

সংখ্যা, প্রাপকের নাম, নমুনা স্বাক্ষর, টাকার পরিমাণ, ইস্যুকারী ব্যাংকের যে সকল শাখা বা প্রতিনিধি থেকে নোট ভাংগানো হবে তাদের তালিকা ও ঠিকানা থাকে।

(iii) ভ্রমণকারীর প্রত্যয়পত্র (Traveller's Letter of Credit)

ভ্রমণকারী বা পর্যটকদের পক্ষে ব্যাংক এ ধরনের প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে থাকে। যে প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক তার বিদেশস্থ শাখা বা প্রতিনিধিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চাওয়ামাত্র কোন ভ্রমণকারীকে প্রদান করার জন্য নির্দেশ দেয়, তাকে ভ্রমণকারীর বা পর্যটকদের প্রত্যয়পত্র বলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার জ্ঞান ঝালাই করার জন্য CC Pledge এবং CC Hypothecation এর বিবরণ খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপ:

ব্যাংক শেয়ার বিক্রি করে, রিজার্ভ গঠন করে এবং সংগৃহীত আমানত থেকে যে সকল ঋণ প্রদান করে তাকে তহবিল থেকে ঋণ বলা হয়। CC Pledge-এর ক্ষেত্রে ব্যাংক ব্যবসায়ীর ক্রয়কৃত মালকে তার গোডাউনে জামানত হিসেবে রাখে। পরে গ্রাহক তার প্রয়োজন মত মালের অর্থ পরিশোধ করে মাল ছাড়িয়ে নেয়। CC Hypothecation-এর ক্ষেত্রে ঋণের অর্থে ক্রয়কৃত মাল গ্রাহকের দোকান বা গোডাউনে রাখার অধিকার দেয়া হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. চলতি মূলধনজনিত অসুবিধা দূর করার জন্য ব্যাংক কোন ধরনের ঋণ মঞ্জুর করে?
   ক. ধার খ. বাণিজ্যিক ঋণ
   গ. নগদ ঋণ ঘ. জমাতিরিক্ত ঋণ

২. যে প্রত্যয়পত্র নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট অর্থের জন্য বার বার ব্যবহৃত হয় তাকে কোন ধরনের প্রত্যয়পত্র বলে?
   ক. নিশ্চিত খ. ঘূর্ণায়মান
   গ. স্থির ঘ. নির্দিষ্ট

৩. কোন ঋণ ব্যাংকের সম্পদ?
   ক. কুঋণ খ. সরকারি ঋণ
   গ. জমাতিরিক্ত ঋণ ঘ. নগদ ঋণ

৪. যে প্রত্যয়পত্রের ব্যাংক রপ্তানিকারকের অগ্রীম জাহাজি খরচ, বিমা, শুল্ক ও বহন খরচ প্রদান করে তাকে বলা হয়...
   ক. সবুজ দফা অগ্রিম প্রত্যয়পত্র খ. লালদফা অগ্রিম প্রত্যায়পত্র
   গ. নিশ্চিত প্রত্যয়পত্র ঘ. দলিলযুক্ত প্রত্যয়পত্র

৫. যে প্রত্যয়পত্র ব্যাংক ইচ্ছে করলেই বাতিল করতে পারে, তাকে কী বলে?
   ক. নির্দিষ্ট প্রত্যয়পত্র খ. স্থির প্রত্যয়পত্র
   গ. বিশেষ প্রত্যয় পত্র ঘ. খোলাপ্রত্যয়ন

৬. নিচের কোনটি ব্যাংক তহবিলের উৎস নয়?
   ক. পরিশোধিত মূলধন খ. আয়কর
   গ. অবণ্টিত মূনাফা ঘ. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ

৭. জামানতকৃত যে সম্পত্তির মালিকানা ঋণদাতার দখলে থাকে তাকে কী বলে?
ক. বন্ধক খ. পূর্বস্বত্ব
গ. স্থায়ী বন্ধক ঘ. সমতা বন্ধক

৮. যে বন্ধকী সম্পত্তির দখল ঋণগ্রহীতার নিকট থাকে তাকে কী বলে?
ক. স্থায়ী বন্ধক খ. সাধারণ বন্ধক
গ. ভোগবন্ধক ঘ. দখলহীন বন্ধক

৯. বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের অভ্যন্তরীণ উৎস কোনটি?
ক. আমানত খ. পরিশোধিত মূলধন
গ. সাধারণ সঞ্চিতি ঘ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ

১০. কোন সঞ্চিতি তালিকাভুক্ত ব্যাংকের জন্য বাধ্যতামূলক?
ক. মূলধন সঞ্চিতি খ. সাধারণ সঞ্চিতি
গ. বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি ঘ. অন্যান্য সঞ্চিতি

১১. সঞ্চিতি তহবিল ব্যাংক তহবিলের কোন ধরনের উৎস?
ক. বৈদেশিক খ. দীর্ঘমেয়াদী
গ. স্বল্পমেয়াদী ঘ. বেসরকারী

১২. পরিশোধিত মূলধন ব্যাংক তহবিলের কোন ধরনের উৎস?
ক. দীর্ঘমেয়াদী খ. স্বল্পমেয়াদী
গ. মধ্যম মেয়াদী ঘ. বিধিবদ্ধ

১৩. ব্যাংক তহবিল হলো-
ক. নিজস্ব তহবিল ও ঋণকৃত তহবিল খ. পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ও নিজস্ব তহবিল
গ. নিজস্ব তহবিল ও সঞ্চিতি তহবিল ঘ. সঞ্চিতি তহবিল ও বিধিবদ্ধ রিজার্ভ

১৪. নিচের কোন উৎসটি ঋণকৃত তহবিল বহির্ভুত?
ক. সঞ্চিতি তহবিল খ. আমানত হিসাব
গ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঘ. মুদ্রা বাজার

১৫. নগদ ঋণ ও জমাতিরিক্ত ঋণের মধ্যে সম্পর্ক হলো-
i. উভয় দলিলী ঋণ
ii. ব্যাংক তহবিল থেকে দেয়
iii. চলতি মুলধন সংস্থানে ব্যবহৃত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৭.৩ ব্যাংকের ঋণের জামানত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংকের ঋণের জামানত বর্ণনা করতে পারবেন।

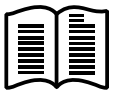

ব্যাংকের ঋণের জামানত

ব্যাংক ঋণ প্রদানের সময় এর ফেরৎ প্রাপ্তি সম্পর্কে প্রথমেই নিশ্চিত হতে চায়। কেননা ঋণগ্রহীতা গৃহীত ঋণ বা সুদ অথবা উভয়ই যথাসময়ে পরিশোধ না করলে ব্যাংক বিপদে পড়বে। সে কারণে ব্যাংক ঋণের বিপরীতে জামানত নেয়।

জামানত হলো ঋণগ্রহীতা প্রদত্ত কোন সম্পত্তি যা বিক্রয় বা হস্তান্তর করে ঋণদাতা তার প্রদত্ত ঋণ আদায় করতে পারে। যদি ঋণগ্রহীতা ঋণকৃত অর্থ ফেরৎ দিতে ব্যর্থ হয়, তখন ব্যাংককে স্বীয় স্বার্থেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। যদি কখনো ঋণগ্রহীতা গৃহীত ঋণ, তার সুদ বা দুটিই ফেরৎ প্রদানে ব্যর্থ হয়, তখন ব্যাংক তা বিক্রি করে প্রদত্ত ঋণের টাকা আদায় করে।

ব্যাংক ঋণের জামানতের প্রয়োজনীয়তা (Importance of Security for Banker's Advances)

জামানত ব্যাংক ঋণের নিরাপত্তা প্রদান করে। ঋণকে ঝামেলামুক্ত করার জন্যই ব্যাংক জামানত গ্রহণ করে। জামানতের প্রয়োজনীয়তা নিচে আলোচনা করা হলো:

১. ঝামেলামুক্ত ঋণদান ঃ জামানতের মাধ্যমে ঋণদান করা হলে ব্যাংক ঝামেলা ও চিন্তামুক্ত থাকতে পারে। ঋণ ফেরতে ব্যর্থ হলে জামানত বিক্রি করে ঋণের টকা আদায় করা যায়।

২. ঋণ ফেরতের নিরাপত্তা ঃ প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে যে জামানত গ্রহণ করা হয় তা ঋণ ফেরতের নিরাপত্তা প্রদান করে।

৩. ঋণগ্রহীতার দায়িত্ববোধ বৃদ্ধিঃ জামানতের মাধ্যমে ঋণ দেওয়া হলে ঋণগ্রহীতা কর্তৃক শর্তাদি লংঘিত হলে ব্যাংক জামানত বিক্রি করে ঋণের টাকা আদায় করতে পারে। তাই ঋণের শর্তাদি পালনে গ্রহীতার মধ্যে দায়িত্ববোধের সৃষ্টি হয়।

৪. জামানত বিক্রির সুবিধাঃ ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে সহজেই স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির জামানত বিক্রি করে ঋণের টাকা আদায় করা যায়।

৫. কু-ঋণের প্রতিরক্ষাঃ প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে যথোপযুক্ত জামানত গ্রহণ করলে ব্যাংক কু-ঋণের হাত থেকে রেহাই পায়। ফলে তার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়।

ঋণ-জামানত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ
(Considerations before taking securities for a advances)
উত্তম জামানতের বৈশিষ্ট্য (Features of Good Securities)

ঋণ-জামানত গ্রহণের পূর্বে ব্যাংক জামানতের প্রকৃতি বিবেচনা করে। নিচে এগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো ঃ

ক) **সম্পত্তি জামানতের ক্ষেত্রে (In Case of Property Security) ঃ** অব্যক্তিক জামানত গ্রহণের সময় নিচের উপাদানগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবেঃ

১. গ্রহণযোগ্যতা (Acceptability) ঃ ঋণগ্রহীতা ঋণের বিপরীতে যে জামানত দিতে আগ্রহী, ব্যাংক অবশ্যই তা আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য কিনা তা পরীক্ষা করে দেখবে। সম্পত্তির আইনগত বিষয় জেনে না নিলে পরে সমস্যা হলে ব্যাংকার দায়ী থাকবে।

২. বিক্রয়যোগ্যতা (Marketability) ঃ ব্যাংক ঋণের জামানতের প্রকৃতি এমন হতে হবে যাতে করে সহজেই তা বিক্রয় করা যায়। সহজে ও দ্রুততার সাথে বিক্রয় করা যাবেনা, এরূপ জামানত নেওয়া একেবারেই উচিৎ হবে না।

৩. সম্পদের তারল্য (Liquidity of Wealth) ঃ জামানত হিসেবে যা গ্রহণ করা হবে তার তারল্য বিবেচনা করতে হবে। তারল্যযোগ্যতা বলতে জামানত দ্রুততার সাথে বিক্রয় করে নগদ অর্থ প্রাপ্তিকে বুঝায়। যে জামানতের তারল্যযোগ্যতা বেশি, জামানত হিসেবে সেটি তত ভালো।

৪. মালিকানা (Ownership) ঃ ঋণগ্রহীতা যে জামানত দিতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তার মালিকানা প্রকৃত পক্ষে ঋণগ্রহীতার থাকতে হবে। ব্যাংককে নিশ্চিত হতে হবে যে ঋণগ্রহীতাই জামানতের প্রকৃত মালিক।

৫. দায়মুক্ততা (Free from Liablility) ঃ জামানতি সম্পত্তি অন্য কোন ঋণ ও দায় থেকে মুক্ত কিনা সে সম্পর্কে ব্যাংককে নিশ্চিত হতে হবে।

৬. সম্পদের মূল্য (Price or Value of property) ঃ জামানতি সম্পত্তির মূল্য অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। স্বাভাবিকভাবে গৃহীত জামানতের মূল্য ঋণের চেয়ে বেশি হতে হবে।

৭. হস্তান্তরযোগ্যতা (Transferability) ঃ জামানত সহজে হস্তান্তরযোগ্য হতে হবে। হস্তান্তরযোগ্য জামানত স্বল্প ব্যয়ে ও সহজেই অন্যত্র হস্তান্তর করা যায়।

৮. জামানত দখল (Possession of security) ঃ এমন সম্পদকে জামানত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, যার দখল খুব সহজেই নেয়া যায়। ঋণমঞ্জুরের সাথে সাথে জামানতের দখল নিতে হবে।

৯. মূল্য স্থিতিশীলতা (Price stability) ঃ শেয়ারের বিষয়টি বিবেচনা করুন। শেয়ারের মূল্য প্রতিনিয়ত উঠানামা করে। এটি জামানত হিসেবে খুব ভালো নয়। যে জামানতের মূল্য দ্রুত উঠা-নামা করে না বরং স্থিতিশীল, সেরূপ জামানতই ঋণের বিপরীতে উত্তম বলে বিবেচিত।

১০. গুণাগুণ (Quality) ঃ পচনশীল প্রকৃতির কোন পণ্য-দ্রব্যকে জামানত হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। কারণ পচে যাওয়া পণ্যের কোন মূল্য থাকে না।

খ) ব্যক্তিক জামানতের ক্ষেত্রে (In Case of Personal Security) ঃ ব্যক্তিক জামানতের ক্ষেত্রেও কতিপয় বিষয় বিবেচনা করা হয়। নিচে এগুলো আলোচনা করা হলো :

১. আর্থিক সামর্থ্য (Financial Ability) ঃ ব্যক্তিক গ্যারান্টি জামানত হিসেবে নেওয়া হলে প্রথমে বিবেচনা করতে হবে জামানতকারীর আর্থিক শক্তি ও সামর্থ্যকে। গ্যারান্টি দেওয়া ব্যক্তির সামর্থ না থাকলে সে ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না।

২. সততা ও ন্যায়পরায়ণতা (Honesty & Integrity) ঃ জামানতকারী হিসেবে যিনি গ্যারান্টি দিবেন তার সততা এবং ন্যায়পরায়ণতা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। অসৎ ও নীতিহীন কোন ব্যক্তিকে কখনোই জামানতকারী হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না।

৩. সুনাম ও সামাজিক মর্যাদা (Goodwill and Social Status) ঃ ব্যক্তিক জামানতের মাধ্যমে ঋণদানের ক্ষেত্রে জামানতকারীর সুনাম ও সামাজিক মর্যাদাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

জামানতের প্রকারভেদ (Types of Security) ঃ ব্যাংক মূলত সকল সময়ই জামানতের বিপরীতে ঋণ প্রদান করে। নিচে জামানতের শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১.ব্যক্তিগত জামানত (Personal security) ঃ প্রয়োজন ও পরিস্থিতি বিবেচনায় ব্যাংক অনেক সময় ঋণগ্রহীতার বা তৃতীয় ব্যক্তির গ্যারান্টি নিয়ে ঋণদান করে। তবে ঋণ প্রদানের সময় জামানতদাতার আর্থিক শক্তি ও সামর্থ্য, সামাজিক মান-মর্যাদা, সুনাম এবং ব্যক্তিগত চরিত্র ও সততা গভীরভাবে যাচাই করা হয়। ঋণগ্রহীতা ঋণদানে ব্যর্থ হলে ব্যাংক জামানতদাতার নিকট থেকে সুদসহ সমুদয় অর্থ আদায় করতে পারে।

২. সম্পত্তি জামানত (Property Security) ঃ ব্যাংক ঋণগ্রহীতার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিপরীতে ঋণ প্রদান করলে তাকে অ-ব্যক্তিক জামানত বলা হয়। ব্যক্তিক জামানতের চেয়ে অ-ব্যক্তিক জামানত অধিক নিরাপদ এবং সহজেই আদায়যোগ্য। অব্যক্তিক জামানতকে প্রধানত ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক) পূর্বস্বত্ব (Lien) ঃ ঋণগ্রহীতা ব্যাংকে যে সম্পত্তি জামানত হিসাবে রাখে, তা সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংকের নিকট রক্ষিত থাকে। এভাবে সম্পত্তি নিজের অধিকারে সংরক্ষিত রাখার অধিকারকে পূর্বস্বত্ব বলা হয়।

খ) পণ্যবন্ধক (Pledge) ঃ যখন ঋণ গ্রহণের শর্তের আলোকে ঋণগ্রহীতা ব্যাংকের ঋণ পরিশোধের নিরাপত্তা হিসেবে পণ্যদ্রব্য বন্ধক রাখে, তাকে পণ্যবন্ধক বলা হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট পণ্যের দখল ছেড়ে দেয়া হয় এবং তা ব্যাংকের দখলে থাকে। ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক যথাযথভাবে নোটিশ প্রদান করে পণ্য বিক্রি করে ঋণের টাকা আদায় করতে পারে।

গ) সম্পত্তি বন্ধক (Mortgage) ঃ ঋণগ্রহীতা যখন তার স্থাবর সম্পত্তির সম্পূর্ণ বা আংশিক মালিকানা বা অধিকার ব্যাংকের নিকট অর্পণ করে, তখন তাকে সম্পত্তি বন্ধক বলা হয়। ঋণগ্রহীতা ঋণ ও সুদ প্রদানে ব্যর্থ হলে জামানতের মালিকানা ব্যাংক লাভ করে।

ঘ) দখলবিহীন বন্ধক (Hypothecation) ঃ ব্যাংক ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে এ মর্মে চুক্তি সম্পাদিত হয় যে, বন্ধকী সম্পত্তি ঋণগ্রহীতার দখলেই থাকবে, তবে এ সম্পর্কিত সকল দলিলপত্র ব্যাংকের নিকট থাকবে - এরূপ অবস্থাকে বলা হয় দখলবিহীন বন্ধক। আমাদের দেশে দোকানীরা এ ধরনের ঋণ নিয়ে থাকে।

৩. অতিরিক্ত জামানত (Collateral Security) ঃ প্রদত্ত ঋণের সর্বোচ্চ নিরাপত্তার জন্য স্থাবর বা অস্থাবর জামানত ছাড়া যদি অতিরিক্ত কোন জামানত গ্রহণ করা হয়, তাকে অতিরিক্ত জামানত বলা হয়। অতিরিক্ত জামানত ব্যক্তিগত এবং অব্যক্তিগত হতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার জ্ঞান ঝালাই করার জন্য Mortgage এবং Collateral এর পার্থক্য খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপ:

জামানত হলো ঋণগ্রহীতা প্রদত্ত কোন সম্পত্তি যা বিক্রয় বা হস্তান্তর করে ঋণদাতা তার প্রদত্ত ঋণ আদায় করতে পারে। যদি ঋণগ্রহীতা ঋণকৃত অর্থ ফেরৎ দিতে ব্যর্থ হয়, তখন ব্যাংককে স্বীয় স্বার্থেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। যদি কখনো ঋণগ্রহীতা গৃহীত ঋণ, তার সুদ বা দুটিই ফেরৎ প্রদানে ব্যর্থ হয়, তখন ব্যাংক তা বিক্রি করে প্রদত্ত ঋণের টাকা আদায় করে। ব্যাংক মূলত সকল সময়ই জামানতের বিপরীতে ঋণ প্রদান করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে ব্যবসায়ে কোন ধরনের ঋণ মঞ্জুর করা হয়?

ক. ধার　　খ. নগদ ঋণ

গ. জমাতিরিক্ত ঋণ　　ঘ. অবাণিজ্যিক ঋণ

২. সাধারণত কোন ধরনের ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে সম্পত্তি জামানত আবশ্যক নয়?
ক. ধার খ. নগদ ঋণ
গ. জমাতিরিক্ত ঋণ ঘ. মধ্য মেয়াদি ঋণ

৩. কোন ধরনের জামানত ব্যাংকের কাছে অধিক পছন্দনীয়?
ক. ব্যক্তিগত খ. অব্যক্তিগত
গ. অতিরিক্ত ঘ. প্রত্যয়পত্র

৪. বিক্রয়যোগ্যতা ভিত্তিতে ব্যাংকের নিকট নিচের কোন জামানতটি উত্তম?
ক. শেয়ার খ. স্থায়ী আমানত রশিদ
গ. ঋণপত্র ঘ. নোট ও বন্ড

৫. স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে কোন ঋণ মঞ্জুর করা হয়?
ক. ধার খ. নগদ ঋণ
গ. অবাণিজ্যিক ঋণ ঘ. জমাতিরিক্ত ঋণ

৬. নিচের কোনটি ব্যাংক ঋণের বিপরীতে প্রচলিত জামানত নয়?
ক. স্বর্ণ খ. শেয়ার
গ. ব্যক্তিক জামানত ঘ. পরিচিতি

৭. নিচের কোন বন্ধকের চুক্তি লিখিত ও নিবন্ধিত হয়?
ক. পূর্বস্বত্ত্ব খ. স্থায়ী বন্ধক
গ. দখলাহীনবন্ধক ঘ. ভাসমানবন্ধক

৮. সাধারণ স্থাবর স্পত্তি বন্ধক রেখে ব্যাংকে কোন ধরনের ঋণ মঞ্জুর করে।
ক. নগদ ঋণ খ. জমাতিরিক্ত ঋণ
গ. অবাণিজ্যিক ঋণ ঘ. ধার

৯. অতিরিক্ত জামানত-
i. অব্যক্তিক হয়
ii. বিক্রয় মূল্য থাকে
iii. মূল জামানতের অতিরিক্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১০. উত্তম জামানত বিবেচনায় অব্যক্তিক জামানতের বৈশিষ্ট্য হলো-
i. গ্রহণযোগ্যতা
ii. বিক্রয়যোগ্যতা
iii. দায়মুক্ততা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৭.৪ ঋণ বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ঋণ বিশ্লেষণ কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ঋণ বিশ্লেষণ কৌশল সম্পর্কে বলতে পারবেন।

ঋণ বিশ্লেষণ

বাণিজ্যিক ব্যাংক অগ্রিম প্রদানের সময় কি কি নীতি অনুসরণ করে

ব্যাংক বিভিন্ন খাতে তহবিল বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করার প্রয়াস পায়। ব্যাংকের এ প্রয়াস যাতে সফলতার পুষ্পে মঞ্জুরিত হয়ে উঠে, তজ্জন্য ঋণ বা অগ্রিম প্রদানের সময় নিম্নোক্ত নীতিসমূহ কঠোরভাবে অনুসরণ করে চলে:

১. **তারল্য ঃ** অগ্রিম প্রদানের সময় বাণিজ্যিক ব্যাংক অত্যাবশ্যকীয়ভাবে যে নীতি অনুসরণ করে তা হলো তারল্য নীতি। ব্যাংক নিজের টাকা নিয়ে কারবার করে না বলে তাকে লগ্নীকৃত অর্থের তরলতার প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হয়। তারল্য সমস্যা ব্যাংকের জন্য মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। তাই অগ্রিম প্রদানকালে ব্যাংক কত তাড়াতাড়ি বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত পাবে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করে দেখে। কারণ অগ্রিম প্রদত্ত টাকা সময়মত ফেরত না পেলে আমানতকারীদের আমানত চাওয়ামাত্র পরিশোধ করা সম্ভব হয় না। ব্যাংকের তরলতা রক্ষা করার জন্য এর তহবিল কোন খাতে অধিক দিন ব্যাপি আটক রাখা হয় না।

২. **অগ্রিম টাকার নিরাপত্তা ঃ** অগ্রিম প্রদানের সময় ঋণের টাকার নিরাপত্তার কথাও বিবেচনা করতে হয়। ঋণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সাধারণতঃ ঋণগ্রহীতার নিকট হতে উপযুক্ত জামানত গ্রহণ করা হয়। কোন কারণে ঋণগ্রহীতা যথাসময়ে ঋণের টাকা পরিশোধ করতে অপারগ হলে ব্যাংক জামানত বিক্রয় করে ঋণের টাকা আদায় করে নিতে পারে। এতদ্ব্যতীত, যে সকল ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করলে ঝুঁকি থাকতে পারে বলে প্রতীয়মান হয়, সে সকল ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করা বিজ্ঞজনোচিত নয়। ঋণ ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে ঋণ প্রদান করা উচিত।

৩. **মুনাফার সম্ভাব্যতা ঃ** ঋণদানের সময় মুনাফার সম্ভাব্যতার বিষয়টিও খেয়াল রাখতে হয়। ব্যাংকের অগ্রিম প্রদান করার প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন করা। তাই যে সকল খাতে ঋণ প্রদান করলে অধিক পরিমাণে মুনাফা অর্জিত হবে সে সকল খাতেই অগ্রিম প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। মুনাফার সম্ভাবনা না থাকলে ঋণ প্রদান করাই উচিত নয়।

৪. **ঋণের উদ্দেশ্য ঃ** ব্যাংককে ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য ভালভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে। উৎপাদন খাতে ব্যবহারের জন্য ঋণ প্রদান করা হলে একদিকে যেমন ঋণ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা সমধিক থাকে, তেমনি অন্যদিকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নও ত্বরান্বিত হয়। অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণদান করা হলে মুনাফা অর্জিত হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ এবং দেশেরও বিশেষ মঙ্গল সাধিত হয় না।

৫. **বিকেন্দ্রীভূত বিনিয়োগঃ** এটা জানা কথা যে, ব্যাংক অগ্রিম প্রদানের মাধ্যমে অর্থ বিনিয়োগ করে। কিন্তু এ বিনিয়োগ যদি মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কেন্দ্রীভূত থাকে, তাহলে ব্যাংকের জন্য ঝুঁকি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। একজনকে বেশি পরিমাণে ঋণ দেয়া হলে সে যদি তা পরিশোধ করতে না পারে, তবে ব্যাংক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ জন্য ব্যাংকের উচিত, বহু সংখ্যক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যাংকের বিনিয়োগ বিকেন্দ্রীভূত রাখা।

৬. **বিক্রয়যোগ্য জামানত ঃ** ব্যাংক ঋণগ্রহীতার নিকট হতে ঋণের বিপরীতে যে জামানত গ্রহণ করে তা সহজে বিক্রয়যোগ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। জামানত এমন ধরনের হওয়া উচিত যা সহজেই বাজারে বিক্রয় করা যায়। অতি সহজে বিক্রয়যোগ্য জামানত ব্যাংকের তরলতাও নিশ্চিত করে।

৭. **জামানতের গুণাগুণ ঃ** জামানতের পরিবর্তে ঋণ প্রদান করা হলে সেক্ষেত্রে জামানতের গুণাগুণ ভালভাবে যাচাই করে দেখা কর্তব্য। জামানত নিকৃষ্টমানের হলে অনাদায়ী ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক জামানত বিক্রয় করেও বিশেষ লাভবান হতে পারে না।

৮. **ঋণগ্রহীতার সততা ঃ** অগ্রিম প্রদানকালে ব্যাংকারকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হয়। তাহলো, ঋণগ্রহীতার সততা ও ন্যায়পরায়ণতা। অসাধু ব্যক্তিদের কখনও ঋণ দেয়া উচিত নয়। এ ধরনের লোক বিভিন্ন রকমের টালবাহানা করে ঋণের টাকা পরিশোধে বিলম্ব করতে পারে কিংবা নিকৃষ্ট জামানত প্রদান করে ব্যাংককে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করতে পারে।

৯. **ঋণগ্রহীতার আর্থিক সচ্ছলতা ঃ** ঋণগ্রহীতা আর্থিক দিক হতে সচ্ছল হলে তার নিকট হতে সহজে ঋণ আদায় করা সম্ভবপর হতে পারে। কিন্তু তার আর্থিক অবস্থা খারাপ হলে কিংবা তার সম্পত্তি না থাকলে ঋণ ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ থাকা স্বাভাবিক। তাই অগ্রিম প্রদানের সময় ব্যাংক ঋণগ্রহীতার আর্থিক সচ্ছলতার বিষয়টিও ভেবে দেখে।

১০. **ঋণগ্রহীতার ব্যবসায়িক নৈপুণ্য ঃ** অগ্রিম প্রদানের সময় ঋণগ্রহীতার (যদি তিনি ব্যবসায়ী হন) ব্যবসায়িক সাফল্য বিশ্লেষণ করে দেখা ব্যাংকারের উচিত। কেননা ব্যবসায়ে অসফল ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করলে পরে সে ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম না-ও হতে পারে। ঋণগ্রহীতার ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা ঋণ পরিশোধ ক্ষমতার উপর সর্বদাই প্রভাব বিস্তার করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ প্রদানের নীতির বিবরণ খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপঃ

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বিভিন্ন খাতে তহবিল বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করার প্রয়াস পায়। ব্যাংকের এ প্রয়াস যাতে সফলতার পুষ্পে মঞ্জুরিত হয়ে উঠে, তজ্জন্য ঋণ বা অগ্রিম প্রদানের সময় ব্যাংকগুলো বিভিন্ন নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করে চলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কিসের মাধ্যমে ব্যাংক রপ্তানিকারকের মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করে?
   ক. ব্যাংক ড্রাফট খ. পে-অর্ডার
   গ. প্রত্যয়পত্র ঘ. ওভারড্রাফট

২. প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে?
   ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক খ. রপ্তানি উন্নয়ন ব্যাংক
   গ. রপ্তানি উন্নয় ব্যুরো ঘ. বাণিজ্যিক ব্যাংক

৩. ঋণগ্রহীতার অর্থের সাময়িক প্রয়োজনে ব্যাংক কোন ধরনের ঋণ মঞ্জুর করে?
   ক. ধার খ. নগদ ঋণ
   গ. জমাতিরিক্ত ঋণ ঘ. দলিল ঋণ

৪. ঋণ মঞ্জুরের সময় ব্যাংক নিচের কোনটি বিবেচনা করে না?
ক. গ্রাহকের সম্পদ
খ. গ্রাহকের উদ্দেশ্য
গ. গ্রাহকের বংশ মর্যাদা
ঘ. গ্রাহকের অতীত রেকর্ড

৫. প্রত্যয়পত্র কোন ধরনের ব্যাংক ঋণ?
ক. দলিলি
খ. অদলিলি
গ. অবাণিজ্যিক
ঘ. নগদ

৬. ভ্রমণকারীর চেক কোন ধরনের ব্যাংক ঋণ?
ক. অদলিলি
খ. অবাণিজ্যিক
গ. বাণিজ্যিক
ঘ. জমাতিরিক্ত

৭. কোনটি স্বল্পমেয়াদি ঋণ নয়?
ক. ধার
খ. নগদ ঋণ
গ. ওভার ড্রাফট
ঘ. তলবী ঋণ

৮. ব্যক্তিগত জামানত দ্বারা কোন ঋণ অনুমোদিত হয়?
ক. জমাতিরিক্ত ঋণ
খ. ধার
গ. নগদ ঋণ
ঘ. স্বল্পনোটিশে ঋণ

৯. কোন হিসাবের ধারককে ব্যাংক ঙাবৎফৎধভঃ ইস্যু করে?
ক. সঞ্চয়ী হিসাব
খ. স্থায়ী হিসাব
গ. পৌন:পুনিক
ঘ. চলতি হিসাব

১০. নগদ ঋণ কোন হিসাবের মাধ্যমে মঞ্জুর করা হয়?
ক. ঋণ হিসাব
খ. চলতি হিসাব
গ. সঞ্চয়ী হিসাব
ঘ. স্থায়ী হিসাব

১১. নগদ ঋণ ও জমাতিরিক্ত ঋণের মধ্যে মিল হল-
i. শুধু উত্তোলিত অর্থের উপর সুদ দিতে হয়
ii. ব্যক্তিগত জামানত ঋণ দেয়া হয়
iii. ঋণ কিস্তিতে পরিশোধ করা যায়।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নাবলি

১. সোলেমান একটি প্রতিষ্ঠানে ছোট চাকরি করেন। কিন্তু তিনি নিজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রেফ্রিজারেটর কেনার জ ন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নিলেন এবং ঋণের অর্থ পরিশোধ করলেন। এবার তিনি অবসরে গেলেন। এখন তিনি ভাবছেন এবার ঋণ নিয়ে মজুদ ব্যবসায় করবেন।

ক. বৈদেশিক বিনিময় কী?

খ. স্বর্ণমান এলাকা বলতে কী বোঝেন?

গ. উদ্দীপকে সোলেমানের রেফ্রিজারেটরের ঋণটি কোন ধরনের ব্যাংক ঋণ? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. উদ্দীপকে সোলেমান মজুদ ব্যবসায় করার জন্য ব্যাংক থেকে কী ধরনের ঋণ পেতে পারেন?

২. সায়ান বিদেশ থেকে গাড়ির খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানি করে বাংলামোটরে তার নিজস্ব দোকানে বিক্রয় করে। রপ্তানিকারক শুধুমাত্র লাল কালিতে লেখা প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয়ের শর্তে রাজি হয়। সায়ান তার ব্যাংকে এরূপ প্রত্যপত্রের মাধ্যমে ব্যাংক ঋণের আবেদন করে। ব্যাংকের সাথে সুসম্পর্ক থাকায় সায়ান প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক ঋণ নিয়ে সাফল্যের সাথে ব্যবসায় করে যাচ্ছে।

ক. পূর্বস্বত্ব কী?

খ. ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র বলতে কী বোঝেন?

গ. সায়ানের ব্যবসায়ের সাফল্যের কারণ কী? বর্ণনা করুন।

ঘ. উদ্দীপকে রপ্তানিকারক কী অগ্রিম গুদাম ভাড়া পাওয়ার অধিকারী? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন।

৩. সজিব একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার ব্যবসায়ের সম্প্রসারণের জন্য ভাণ্ডারিয়ার লামী ব্যাংক কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করেন। ব্যাংক কর্মকর্তা জনাব সজিবকে তার ব্যক্তিগত জামানত ছাড়া জীবন বিমা পলিসি জমা দিতে বলে। এরপর জনাব সজিব ব্যাংক কর্মকর্তার নিকট তার জীবন বিমার পলিসি প্রদান করে এবং ব্যাংক কর্মকর্তা বিমা পলিসির মালিকানা, মূল্য, বাজার যোগ্যতা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করে ২০,০০,০০০ টাকা ঋণ মঞ্জুর করে।

ক. ব্যাংকের তহবিল কত প্রকার?

খ. প্রত্যয়পত্রকে এক ধরনের নিশ্চয়তাপত্র বলা হয় কেন?

গ. জনবা সজিব লামী ব্যাংক কর্মকর্তার নিকট কোন ধরনের জামানত জমা দেন? বর্ণনা করুন।

ঘ. লামী ব্যাংক জামানতের কোন কোন বিষয় বিবেচনা করে জনাব সজিবকে ঋণ মঞ্জুর করে বলে আপনি মনে করেন?

৪. রাহুল ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তার ফ্যাশন হাউজটিকে সম্প্রসারণ করতে চায়। ব্যাংক ঋণের জন্য আবেদন করলে ব্যাংক জামানত চায়। কিন্তু রাহুল জামানত দিতে অপারগ। তার মামা মি. জুনায়েদ স্বনামধন্য একজন ব্যাংকার। এ অবস্থায় রাহুল প্রথমে তার ব্যাংকের সাথে একটি চুক্তি করে ও পরে ব্যাংক তার মামার সাথে ২য় চুক্তিটি করে। এভাবে রাহুল ব্যাংক থেকে ঋণ সংগ্রহ করে ব্যবসায়ের উন্নতি করেছিল।

ক. পণ্য বন্ধকী?

খ. ঋণ আদায়ে জামানতকে সর্বশেষ ব্যবস্থা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করুন।

গ. রাহুল কোন ধরনের জামানতের জন্য ঋণ পেয়েছিল? বর্ণনা করুন।

ঘ. উদ্দীপক অনুসারে রাহূলের ব্যবসায়ের উন্নতিতে মামার ভুমিকা মূল্যায়ন করুন।

৫. আইভি ব্যাংক লিমিটেড তার নিজস্ব তহবিল হতে বিভিন্ন খাতে ব্যাংক আগাম মজুর করে। এ ব্যাংকের একজন গ্রাহক জনাব মেরামত আলী তার ৫ শতাংশ জমি বন্ধক রেখে ২০ লক্ষ পরিশোধ করেন। কিন্তু অপর একজন গ্রাহক জনাব রহমত আলীকে ২০ লক্ষ টাকা ঋণের জন্য ব্যাংক চলতি হিসাব খোলার পরামর্শ দেয়। রহমত আলী তার ঋণের অর্থ চেক কেটে সংগ্রহ করেন এবং উত্তোলিত অর্থের সুদসহ ৪০ কিস্তিতে পরিশোধ করেন।

ক. জমাতিরিক্ত ঋণ কী?

খ. বাণিজ্যিক দলিলি ঋণ বলতে কী বোঝায়?

গ. আইভি ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরকৃত জনাব কেরামত আলীর গৃহীত ঋণ বর্ণনা করুন।

ঘ. আইভি ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরকৃত জনাব কেরামত আলী ও জনাব রহমত আলীর ব্যাংক আগামের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করুন।

৬. পরেশ মণ্ডল একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার নিকটস্থ পূবালী ব্যাংক থেকে চলতি ব্যয় নির্বাহের জন্য ৬ মাসের মধ্যে পরিশোধ্য ৫ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। তিনি ভেবেছিলেন এ ঋণ পরিশোধের পর আর কোন প্রকার ঋণ করবেন না। কিন্তু হঠাৎ তার পারিবারিক কাজের জন্য ২০১২-২০১৬ সালের মধ্যে পরিশোধযোগ্য আরও ১০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন।

ক. সময়ের ভিত্তিতে ব্যাংক ঋণ প্রধারনত কত প্রকার?

খ. অবাণিজ্যিক ঋণ বলতে কী বোঝায়?

গ. পরেশ মণ্ডলের চলতি ব্যয় নির্বাহের জন্য গৃহীত ঋণের মেয়াদভিত্তিক ধরন কী? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. জনাব পরেশ গৃহীত ঋণ দুটির মধ্যে কোন ধরনের ঋণের ক্ষেত্রে তুলনামূলক সুদের হার অধিক? যাচাই করুন।

৭. বাড়ি নির্মাণের জন্য জনাব নাজির আহমেদকে ব্যাংক ঋণ দিল। এক্ষেত্রে বাড়িটি মূল আমানত হিসেবে রাখা হয়েছে। নজির আহমদের একট কোম্পানি আছে জেনে ব্যাংক কোম্পানির মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্য জামানত দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ব্যাংক রাজি হয়নি।

ক. ব্যাংক লিয়েন ও মর্টগেজ কী?

খ. ঋণ প্রদানে ব্যাংকের বিবেচ্য বিষয়সমূহ কী কী?

গ. নাজির আহমেদ কোম্পানির যে শেয়ার জামানত হিসাবে দিল তা কোন ধরনের জামানত? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. নাজির আহমেদ কোম্পানির পণ্য মুল্য জামানত হিসেবে নিতে ব্যাংক রাজি হলো না কেন? আপনার মতামত দিন।

৮. BL ব্যাংক তার গ্রাহকদের বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করে ঋণ প্রদান করে। BL ব্যাংক সাধারণ ঋণ, নগদ ঋণ, জমাতিরিক্ত ঋণ ছাড়াও চাহিবামাত্র দেয় ঋণ, স্বল্পমেয়াদি নোটিশে লিজ, পিএডি প্রভৃতি ঋণ প্রদান করে। এসব ঋণ প্রদানে BL ব্যাংক অর্থের নিরাপত্তা, তারল্য, ঋণের জামানত, ঋণের উদ্দেশ্য, ঋণগ্রহীতার সততা ও সুনাম, বিনিয়োগের ক্ষেত্র, আর্থিক সামর্থ্য প্রভৃতি বিবেচনা করে। এসব বিষয় বিবেচনার ফলে ব্যাংকের ব্যবসায় সম্প্রসারিত হচ্ছে।

ক. পে-অর্ডার কী?

খ. প্রত্যয়পত্রের পক্ষগুলো কী কী? ব্যাখ্যা করুন।

গ. BL ব্যাংকের ঋণের প্রকৃতি উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. BL ব্যাংকের ব্যবসায় সম্প্রসারণে বিবেচ্য বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করুন।

৯. প্রাইম ব্যাংক বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদান করে। মক্কেলদেরকে প্রত্যয়পত্র, ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র, ভ্রমণকারীর চেক প্রভৃতি দলিলের মাধ্যমে ব্যাংকটি ঋণ সহায়তা প্রদান করে, যা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিদেশে ভ্রমণে সহায়তা প্রদান করে। তবে প্রাইম ব্যাংক অর্থের নিরাপত্তা, ঋণের পরিমাণ, জামানত প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করে গ্রাহকদের ঋণ সুবিধা প্রদান করে থাকে।

ক. L.T.R এর পূর্ণরূপ কী?

খ. ব্যাংকের কাজ ঋণের তত্ত্বাবধানে জামানতের তত্ত্বাবধান নয় কেন?

গ. প্রাইম ব্যাংকের যে ধরনের ঋণের কথা উদ্দীপকে বলা হয়েছে তা বর্ণনা করুন।

ঘ. প্রাইম ব্যাংক ঋণ মঞ্জুরের জন্য কী কী বিষয় বিবেচনা করে বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১ : ১. ক ২.গ ৩.গ ৪.৫.গ ৬.ঘ ৭.ঘ ৮.ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২ : ১.খ ২.খ ৩.গ ৪.খ ৫.ঘ ৬.খ ৭.ঘ ৮.ঘ ৯.খ১০.গ ১১.খ ১২.ক ১৩.ক ১৪.ক ১৫.ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৩ : ১.খ ২.খ ৩.খ ৪.খ ৫.ক ৬.ঘ ৭.খ ৮.ঘ ৯.ঘ ১০.ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৪ : ১.গ ২.ঘ ৩.গ ৪.গ ৫.ক ৬.খ ৭.ক ৮.ক ৯. ঘ ১০.খ১১.ক